দৈনিক ইনকিলাব

145

তারিখ 15 MAY 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

৩১শে বৈশাখ ১৩৯৪

শিক্ষাঙ্গনে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বছর

শতাব্দীর দাবী আর সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফসল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৩ সালের ২১ জুলাই বর্তমান প্রেসিডেন্ট লেঃ জেঃ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কর্তৃক গাজীপুরের বোর্ডবাজারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। মাত্র আড়াই বৎসরের মধ্যে একটি সুবৃহৎ এবং সুদৃশ্য অনুষদ ভবনও একটি আবাসিক হলেরও নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর '৮৬-এর ১০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। ক্লাস শুরু হয় ২৮ জুন '৮৬। আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাস উদ্বোধন করেন ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ এ, এন, এম, মোমতাজ উদ্দিন চৌধুরী।

ক্লাস উদ্বোধনের দিন ভিসি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেন। সেমিস্টার ও কোর্স পদ্ধতির মাঝামাঝি একটি নতুন পদ্ধতিতে এখানে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। দশ মাসের শিক্ষাবর্ষকে চারভাগে ভাগ করে মোট তিনটি পরীক্ষার মাধ্যমে এক সেশনের পাঠ্যসূচী শেষ করা হয়।

মোট দু'টো অনুষদ নিয়ে শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা। শরীয়াহ ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ। শরীয়াহ অনুষদে রয়েছে আল-কুরআন ওয়া উলুমুল কুরআন এবং উলুমুত তাওহীদ ওয়াদ দাওয়া। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে রয়েছে ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিজ্ঞান। মাদ্রাসা থেকে আগত ছাত্রদেরকে এখানে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজী এবং সাবসিডিয়ারী হিসেবে লোক প্রশাসন, ইসলামের ইতিহাস ও অর্থনীতি পড়তে হয়। অপরদিকে, কলেজ থেকে আগত ছাত্রদেরকে এখানে আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা ও ব্যবহারিক আরবী ভাষা পড়তে হয়। তাছাড়া হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিষয় দু'টোকে যথাসম্ভব ইসলামীকরণ করা হয়েছে। এখানে আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিজ্ঞানের সাথে সাথে ইসলামী হিসাব পদ্ধতি, ইসলামি বাণিজ্যিক আইন, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী শ্রমনীতি, ইসলামী অর্থনীতি ইত্যাদি পড়ানো হয়। মোট কথা, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে এখানে একটি নতুন ধারার শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এবং বিগত এক বছরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ব্যাপক উৎসাহ ও গভীর আগ্রহের সাথে এসব বিষয় অধ্যয়ন করে আসছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে রাজনীতিমুক্ত রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই বদ্ধপরিকর। রাজনীতির অশুভ প্রভাবে যাতে পড়ালেখার সুন্দর পরিবেশ বিঘ্নিত না হয় সে জন্য এখানে কোন প্রকার রাজনৈতিক মিটিং, মিছিল, পোস্টারিং, ওয়াল রাইটিং ইত্যাদি তৎপরতা নিষিদ্ধ রয়েছে। ছাত্ররাও বিগত এক বছরে এ ধরনের কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়নি।

ইতিমধ্যে এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যখন রাজনৈতিক সন্ত্রাস, অস্ত্রের মহড়া, সেশন জট ইত্যাদি জটিলতায় ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে ঠিক সে মুহূর্তে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অতি সুন্দরভাবে তার লক্ষ্য পথের এক বৎসর অতিক্রম করলো। এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে কোন বোমাবাজি কিংবা রাজনৈতিক সন্ত্রাস হয়নি। এমনিভাবে শিক্ষাঙ্গনের প্রতি জনসাধারণের বিরূপ মনোভাবের অবসান ঘটিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও অভিভাবক মহলের মনে আশার আলো জ্বালাতে শুরু করেছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে সামনে রেখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত মার্চ মাসে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও এশিয়া ফাউণ্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে বিভিন্ন আলোচক ও শিক্ষাবিদদের বক্তব্যে এ কথাটি অধিকতর স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। আর বিগত বছরটি ছিল উক্ত প্রয়োজন পূরণের সূচনাকাল। আমাদের বিশ্বাস এবং বিজ্ঞমহলের অভিমত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ পরিক্রমার প্রথম বছরটি সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণের দিকেই পরিচালিত হয়েছে যে প্রয়োজনকে সামনে রেখে এদেশের ইসলাম প্রিয় ছাত্র-শিক্ষক, আলেম-চিন্তাবিদ, পীর-মাশায়েখসহ সর্বস্তরের তৌহিদী জনতা এদেশে একটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

—মুহাম্মদ সানোয়ার আল-জাহান